দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক ইত্তেফাক 018
তারিখ 09 APR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন

শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে

—শিক্ষামন্ত্রী

বাসস জানায়, শিক্ষা মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান গতকাল (বুধবার) বলিয়াছেন যে, সরকার দুই হাজার সাল নাগাদ শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন। তিনি বলেন যে,

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট এরশাদের যোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার হইতেছে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সরকার এবং সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল স্থানীয় একটি হোটেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একথা বলেন। বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডীনগণ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার এবং বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক এম, এ, মান্নান সিনেট কমিটির বিভিন্ন সমস্যা ও সুপারিশ সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক ইমাজ উদ্দিনও এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, সরকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ কল্পে কোন প্রচেষ্টা বাকী রাখিবেন না। শিক্ষা মন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশেষ করিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ লাঘবের জন্য সরকার দুইটি এ্যাফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী অর্থ বৎসরে একটি এ্যাফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষা মন্ত্রী ইঙ্গিত দেন যে, বর্তমান ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাড়াও আগামী অর্থ বৎসরে আরও ৮টি কলেজকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজে উন্নীত করা হইবে।

স্মারকলিপি

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। চ্যান্সেলরের বরাবরে লিখিত এই স্মারকলিপিতে কলেজ হইতে অনার্স পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫টি প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবসমূহ হইল: (১) দেশের অধিভুক্ত কলেজগুলিতে উচ্চ শিক্ষার মানের অধোগতি রোধকল্পে অবিলম্বে এক বা একাধিক এ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার উপর কলেজসমূহের দায়িত্বভার অর্পণ করিতে হইবে। (২) যে সমস্ত কলেজে অনার্স রহিয়াছে সেইসব কলেজে অবশ্যই মাষ্টার্স কোর্স দ্বিতীয়পর্ব থাকিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানকে পৃথক করিতে হইবে। (৩) ডিগ্রী পাস অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স পড়াইবার জন্য প্রতিটি বিষয়ে অন্যূন ২০ জন শিক্ষক থাকিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ঃ২৫ বজায় রাখিতে হইবে। (৪) কলেজের গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরীর উন্নতিকল্পে বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধিসহ এককালীন পর্যাপ্ত মঞ্জুরী দিতে হইবে। (৫) পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগকল্পে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি সহজ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্মরত শিক্ষকদের পদোন্নতি ত্বরান্বিত করিতে হইবে।

উল্লেখ্য, চলতি শিক্ষাবর্ষে কলেজ হইতে অনার্স পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ছাত্ররা গত ৪ঠা এপ্রিল অনশন শুরু করার পর সিনেট সদস্য ও ভাইস-চ্যান্সেলরের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তাহারা অনশন ভঙ্গ করে। ঐদিন সিনেট সভা মুলতবী করিয়া একটি পৃথক সভায় কলেজ হইতে অনার্স পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে এই প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।